দৈনিক ইনকিলাব

25

তারিখ 29 DEC 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

হাইস্কুলগুলোর সমস্যা নিত্য দিনের

॥ মোঃ সাহেদ হোসেন চৌধুরী ॥

প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণের প্রকট অভাব, বই-পুস্তকসহ কাগজের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা, সকল বিদ্যালয় ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা ও সর্বোপরি সরকারীভাবে মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ তেমন একটা সন্তোষজনক না হওয়ার দরুণ বর্তমানে নরসিংদী জেলার সবগুলো মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে জেলার ৬টি উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ দীর্ঘদিন ধরে হয়নি। এতে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে।

জেলার পলাশ, রায়পুরা, বেলাবো, মনোহরদী, শিবপুর ও সদর উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহ কাঁচা ও দীর্ঘদিন প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে বর্তমানে এগুলোতে জরাজীর্ণ দশা বিরাজ করছে। অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহের বেড়া এবং ছাউনি অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহের বেড়া এবং ছাউনি রয়েছে নামে মাত্র।

এদিকে উপজেলাগুলোতে যে স্বল্পসংখ্যক পাকা বিদ্যালয় ভবন রয়েছে সেগুলোর অবস্থাও খুবই শোচনীয়। সেই মান্ধাতার আমলে নির্মিত এসব ভবনের প্লাস্টার খসে পড়ে রড বেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ফলে এতে ক্লাস করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ বন্যার কারণে জেলার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এসব বিদ্যালয় ভবনের সংস্কারের কাজ এখন পর্যন্ত হাতে নেয়া হয়নি। উপরন্তু রয়েছে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, চক, ডাস্টার ও ব্লাক বোর্ডের অভাব।

সিংহভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। শিক্ষকের অনুপস্থিতির কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ায় হচ্ছে মারাত্মক ক্ষতি। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগার নেই। দু'একটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার থাকলেও এতে সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। অপরদিকে বিদ্যালয়গুলোতে সরকার প্রতিবছর যে পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করে থাকে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। অর্থাভাবে শিক্ষকরা নিয়মিতভাবে বেতন পাচ্ছে না।

দু'একটি ছাড়া প্রায় সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নেই কমনরুম, নেই খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং ক্রীড়া শিক্ষক। এ ছাড়াও রয়েছে পায়খানা ও খাবার পানির তীব্র সংকট। এ সব কারণে সমস্যাজর্জরিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও সুবিধা থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। **সমস্যার অন্ত নেই। সমস্যা সমাধানের** আদৌ কোন উদ্যোগও নেই। এবং ক্রমান্বয়ে সমস্যার পাহাড় রচিত হচ্ছে।

এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও বিশেষ একটা আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে লেখা-লেখিও হয়েছে কিন্তু তারপরও সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন বিশেষ কিছুই ঘটেনি।